Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.26

সহমর্মিতার নৈতিক অবস্থান: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

কৌশিক ভট্টাচার্য্য
ছাত্র, দর্শন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আত্রেয়ী মুখার্জী
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

সহমর্মিতা হল সেই ক্ষমতা যার সাহায্যে আমরা অপরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের অনুভূতিকে জানতে পারি। সহমর্মিতার সাহায্যে আমরা অপর ব্যক্তিদের সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরি করতে পারি, যা যেকোনো রকম সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। এই প্রবন্ধে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে সহমর্মিতাকে একটি নৈতিক গুণ হিসাবে বিবেচনা করা যায় কিনা। সাধারণত বলা হয় যে সহমর্মিতা নৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ, অপরের প্রতি সহমর্মী না হতে পারা একটি নৈতিক ব্যর্থতা। তবে কিছু মনোদার্শনিক মনে করেন সহমর্মিতা একটি নৈতিক গুণ নয়। অন্যদের প্রতি সহমর্মী না হয়েও নৈতিক নিয়মগুলি মেনে চলা যেতে পারে। নৈতিকভাবে বিচার করার ক্ষমতা মানুষের প্রেরণামূলক শক্তির দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে। সহমির্মিতার ক্ষেত্রে প্রেরণামূলক শক্তির অভাব এবং পক্ষপাতের সম্ভাবনা থাকে। আবার অপরপক্ষে কিছু মনোদার্শনিক সহমর্মিতাকে একটি নৈতিক গুণ হিসাবেই বিবেচনা করেন। তাদের মতে সহমর্মিতা পক্ষপাতদুষ্ট হলেও এর নৈতিক তাৎপর্য নিয়ে সন্দেহ করা অমূলক। সহমর্মিতার পক্ষপাত কাটিয়ে ওঠার উপায় রয়েছে। সহমর্মিতা এমন একপ্রকার গুণ, যা অন্যের প্রতি আমাদের কীভাবে আচরণ করা উচিত তার একটি নৈতিক আদর্শ নির্দেশনা প্রদান করে। আমাদের চারপাশে থাকা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বা একজন ব্যক্তির প্রতিও যত্নবান হতে সাহায্য করে। যদিও কেবলমাত্র সহমর্মিতা থাকলেই যে আমরা ভাল মানুষ হয়ে উঠব এমন নয়, তবে আমাদের নৈতিক জীবনের মূল উপাদান হিসাবে সহমর্মিতাকে গ্রহণ করা যেতে পারে। সহমর্মিতার ধারণাকে স্বয়ংক্রিয় এবং অনৈচ্ছিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়। তাই অনেকেই সহমর্মিতাকে গুণ বলেও স্বীকার করতে চান না। সহমর্মিতার সীমাবদ্ধতা থাকলেও নৈতিকতার জন্য সহমর্মিতা অপ্রয়োজনীয় এমন কথা বলা সঙ্গত নয়। নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে সহমর্মিতা একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ভূমিকা রাখে। সহমর্মিতা নৈতিক অনুপ্রেরণার উদ্রেক ঘটাতে পারে। নৈতিক বিচারের জন্য অন্যদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারা অত্যন্ত প্রয়োজন আর এই কাজটি সহমর্মিতা খুব ভালভাবে করতে পারে।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Keywords: অপর-মন, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, করুণা, নৈতিক গুণ, দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন

বর্তমানে 'সহমর্মিতা' (Empathy) দর্শন, জ্ঞানীয়-বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞানে বহুল চর্চিত একটি বিষয়। অপর মনের জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনাতে সহমর্মিতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'সহমর্মিতা' শব্দ এমন এক প্রকার দক্ষতাকে নির্দেশ করে যার দ্বারা আমরা অন্যের বিভিন্ন *মানস* অবস্থাগুলিকে অনুভব করতে পারি। ১৮৮০-র দশকে জার্মান মনোদার্শনিক Theodore Lipps অন্যের অনুভূতির উপলব্ধিকে বর্ণনা করার জন্যে '*Einfühlung*' (felling into) শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে ১৯০৯ সালে মনোদার্শনিক Edward Titchener প্রথম '*Einfühlung*' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসাবে 'Empathy' শব্দটি ব্যবহার করেন। অপর ব্যক্তির মানসিক অবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে সহমর্মিতাকে একটি মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সহমর্মিতা বলতে মূলত অন্যের মতো করে অনুভব করা বা অন্যের মতো করে জানাকে বোঝায়। সহমর্মিতার মাধ্যমে অপর ব্যক্তির শারীরিক আচরণ পর্যবেক্ষণ দ্বারা উত্তম পুরুষীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা অপরের মানস অবস্থাকে জানতে পারি। যদি আমরা অপরের মানস অবস্থাকে সঠিকভাবে জানতে চাই তাহলে আমাদের নিজেকে অপরের জুতোতে গলিয়ে নিতে হবে, তবেই আমরা অপরের মানস অবস্থাকে সঠিকভাবে জানতে পারব।[i] সহমর্মিতা হল সেই ক্ষমতা যার সাহায্যে আমরা অপরের জায়গাতে নিজেকে কল্পনা করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের অনুভূতিকে জানতে পারি।

১. সহমর্মিতা ও তার বিভিন্ন প্রকার:

সামাজিক, পারিবারিক যেকোনো রকমের সম্পর্ক গড়ে তুলতে আমাদের একে অপরের সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়া অত্যন্ত জরুরী, আর এক্ষেত্রে সহমর্মিতা আমাদের সাহায্য করে। অন্যেরা কী ভাবছে এবং অনুভব করছে তা বোঝার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম হয়। সামাজিক সংযোগ থাকা শারীরিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

স্নায়ুবৈজ্ঞানিক অধ্যয়নগুলি দেখিয়েছে যে সহমর্মিতা অনুভব করার ক্ষেত্রে অ্যান্টিরিওর সিঙ্গুলেট কর্টেক্স (Anterior Cingulate Cortex)[ii] এবং অ্যান্টিরিওর ইনসুলার (Anterior Insular)[iii]-এর মতো মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রতিকতম গবেষণা সহমর্মিতার পিছনে থাকা জ্ঞানীয় এবং স্নায়বিক প্রক্রিয়াগুলিতে গুরুত্ব আরোপ করে। সহমর্মিতার অভিজ্ঞতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুজৈবিক (Neurobiological) উপাদান রয়েছে। মস্তিষ্কে মিরর নিউরনগুলির (Mirror neuron) সক্রিয়করণ অপরের আবেগগত প্রতিক্রিয়াগুলিকে অনুকরণ করার ক্ষমতাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যার ফলে একজন মানুষ অনুভব করতে পারে যে অপর ব্যক্তির মতো অনুরূপ পরিস্থিতিতে থাকলে তার কি অনুভূতি হত।

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.26

সাধারণত তিন ধরণের সহমর্মিতার কথা আমরা বলতে পারি– জ্ঞানীয় সহমর্মিতা (Cognitive Empathy), আবেগীয় সহমর্মিতা (Emotional Empathy) এবং করুণাশীল সহমর্মিতা (Compassionate Empathy)।

জ্ঞানীয় সহমর্মিতা: অন্য ব্যক্তিরা কী ভাবছে বা কেমন করে অনুভব করছে তা কেবল জেনে রাখা, যাকে কখনও কখনও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ (perspective-taking) বলা হয়। এক্ষেত্রে আমরা নিজেকে অন্যের জায়গাতে কল্পনা করতে পারি এবং তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আরো ভালো ধারণা পেতে পারি। ধরা যাক আমার একজন বন্ধু বারংবার খুব ভাল পরীক্ষা দেবার পরেও সে চাকরি পেতে অসফল হল। এমন অবস্থাতে সে কষ্ট পাচ্ছে, হতাশ হয়ে পড়ছে সেটি আমি বুঝতে পারি। এবং এটিও বুঝতে পারি যে চাকরি না পাওয়াতে কেন তার এমন অনুভূতি হচ্ছে। কিন্তু জ্ঞানীয় সহমর্মিতাকে 'too cold to care' হিসাবে দেখা যেতে পারে। যখন একজন অপরের আবেগকে সঠিকভাবে গুরুত্ব না দিয়ে বা উপলব্ধি না করে তার দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করে তখন সে ওই ব্যক্তির সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে এবং তাকে সাহায্য করার জন্য অনুপ্রাণিত নাও হতে পারে।

আবেগীয় সহমর্মিতা: আবেগীয় সহমর্মিতা বলতে বোঝায় যখন আমরা আক্ষরিক অর্থে অন্য ব্যক্তির আবেগগুলি তাদের পাশাপাশি অনুভব করি, যেন আমরা আবেগগুলিকে অনুকরণ করে ফেলেছি। এই ধরণের সংবেদনশীল বোঝাপড়া কাউকে অন্য ব্যক্তির সুস্থতার জন্য উদ্বিগ্ন করতে পারে, অথবা এটি ব্যক্তিগত কষ্টের প্রতি অনুভূতির সঞ্চার ঘটাতে পারে। আবেগীয় সহমর্মিতা সম্ভবত প্রথম ধরনের সহমর্মিতা যা আমরা শিশুদের ক্ষেত্রে দেখতে পারি। এটি দেখা যায় যখন একজন মা তার শিশুর দিকে তাকিয়ে হাসেন, তখন শিশুটিও তার আবেগকে অনুকরণ করে এবং সেও হাসে।

করুণাশীল সহমর্মিতা: এই ধরণের সহমর্মিতার ক্ষেত্রে এমন নয় যে আমরা কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির দুঃখ-দুর্দশা বুঝতে পারি এবং তাদের সাথে সমানভাবে অনুভব করি, বরং প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করার জন্য অনুপ্রাণিতও হই। করুণাশীল সহমর্মিতা বলতে আমরা সাধারণত সমবেদনা বলতে যা বুঝে থাকি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সহানুভূতি-এর মতোই করুণাশীল সহমর্মিতা হল কারো জন্য উদ্বেগ বোধ করা কিন্তু এর সাথে যুক্ত থাকে অপরের সমস্যাকে প্রশমিত করার এক পদক্ষেপ। এটি জ্ঞানীয় এবং আবেগীয় সহমর্মিতার মধ্যে এমন একটি ভারসাম্য যা আমাদের অনুভূতিকে অতিক্রম না করে অপর ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়ায় অনুপ্রাণিত হতে সাহায্য করে।

এছাড়াও আরও দুই প্রকার সহমর্মিতার কথা আমরা জানতে পারি, দেহগত সহমর্মিতা (Somatic Empathy) ও আধ্যাত্মিক সহমর্মিতা (Spiritual Empathy)। দেহগত সহমর্মিতাকে শারীরিকভাবে অন্যের ব্যথা অনুভব করা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আধ্যাত্মিক সহমর্মিতাকে উচ্চতর সত্তা বা চেতনার সাথে সরাসরি সংযোগ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

অকেনেই সহমর্মিতা (Empathy), সহানুভূতি (Sympathy) এবং করুণা (Compassion)-কে সমার্থক হিসাবে শব্দ হিসাবে বুঝে থাকেন, কিন্তু তারা সমার্থক নয়। এই শব্দগুলি একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সহানুভূতি হল অপর ব্যক্তির অনুভবকে বুঝতে পারা, সহমর্মিতা হল অপর ব্যক্তির অনুভবকে অনুভব করতে পারা এবং করুণা অপরের দুঃখ দূর করার ইচ্ছা।

সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা-এর মধ্যে মূল পার্থক্য হল, সহানুভূতির ক্ষেত্রে আমরা অপরের অনুভুতিকে অনুভব করতে পারি না, পরিবর্তে আমরা অপরের অনুভূতিগুলোকে শুধুমাত্র বুঝতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন আমার কোন পরিচিতের বাবা মারা যান আমি তখন তার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারি, তার দুঃখ বুঝতে পারি কিন্তু তার সাথে সমানভাবে সেই দুঃখ অনুভব করতে পারি না। এক্ষেত্রে কেবল আমি তার দুঃখ সম্পর্কে সচেতন থাকি। আর যখন আমরা কার্যত অপর ব্যক্তি যা অনুভব করছে তা অনুভব করতে পারি তখন আমাদের সেই অভিজ্ঞতাই হল সহমর্মিতা। যখন আমরা অন্য কাউকে কষ্ট পেতে দেখি তখন আমাদের মস্তিস্কের 'মিরর নিউরন' (Mirror neuron)-এর প্রভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সহমর্মিতা উৎপন্ন হয়। কিন্তু যখনই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি ঘটে না তখন আমরা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে থাকি। আমরা নিজেদেরকে অপরের জুতোতে কল্পনা করতে পারি। সহমর্মিতা শুধুমাত্র অপ্রীতিকর অনুভূতিগুলোর ক্ষেত্রেই হয় এমন নয়, অপরের আনন্দেও আমরা সমানভাবে আনন্দিত হতে পারি। করুণা একেবারেই সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা থেকে আলাদা। এক্ষেত্রে আমি কেবল অন্যের দুঃখ সম্পর্কে সচেতন বা অন্যের সাথে সমান ভাবে দুঃখ অনুভব করি এমন নয়, পরন্তু অন্যের দুঃখকে প্রশমিত করার প্রয়াস করি। করুণা এবং সহমর্মিতার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল এগুলি আমাদের সামগ্রিক মঙ্গলকে সমানভাবে প্রভাবিত করে না। আমরা যদি প্রায়শই অন্যের ব্যথাতে ব্যথা অনুভব করি তাহলে আমাদের সবসময় অসহায় বোধ হতে পারে। সেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, যেমন স্বাথ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য এটি একটি সাধারণ সমস্যা যাকে 'empathy fatigue'[iv] বলা হয়।

এক্ষেত্রে করুণা (to suffer with) একটি নবায়নযোগ্য উপায় (renewable resource)। যখন কারও প্রতি সহমর্মী হয়ে তার ব্যথা উপশমের জন্য আমরা সাহায্যের হাত বাড়ায় তখন আমাদের অসহায় বোধ করার সম্ভাবনা কম থাকে। সাম্প্রতিক গবেষণাগুলি ইঙ্গিত করে করুণা এবং সহমর্মিতা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলগুলোকে ব্যবহার করে এবং এই করুণা সহমর্মিতার বশবর্তী হয়ে অপরের যন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। দালাই লামা তাঁর বিখ্যাত "The Art of Happiness"-গ্রন্থে বলেছেন, "If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion."[v]

প্রসঙ্গত, সহমর্মিতা (feel with) এবং সহানুভূতি (feel for) এক নয়। অনেকেই এই দুটি ধারণাকে অনুরুপ মনে করেন। কিন্তু এই দুটি ধারণার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে, তাদের একটি

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

খুব স্বতন্ত্র অর্থ এবং ব্যবহার রয়েছে। সহানুভূতি হল এমন এক ধরণের অনুভূতি যার সাহায্যে আমরা অপর ব্যক্তির শোকে, দুঃখে তার সমস্যাতে আমরা দুঃখ অনুভব করি। এটি একটি মহৎ গুণ এবং সহানুভূতির অভিব্যক্তি ওই ব্যক্তির প্রতি একটি সমর্থনের অনুভূতি তৈরি করতে পারে। তবে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাওয়া ব্যক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করার ক্ষেত্রে সহমর্মিতা আরও কার্যকর একটি উপায় হিসেবে বিবেচিত।

সহমর্মিতা হল এমন এক অনুভূতি যার সাহায্যে আমরা অপর ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এবং আবেগগুলিকে বুঝতে পারি এবং ভাগ করে নিতে পারি। একজন ব্যক্তির জন্য দুঃখ বোধ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করুণার অনুভূতি তৈরি করে, যা সেই পরিস্থিতিতে ওই ব্যক্তির জন্য সহায়ক নয়। সহমর্মিতা একটি সেতু হয়ে ওঠে যা দুটি মানুষকে একসাথে সংযুক্ত করে এবং প্রকৃত বোঝাপড়ার একটি জায়গা তৈরি করে। সহমর্মিতা আমাদেরকে অন্যের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিগুলিকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝার একটি ক্ষমতা প্রদান করে, এটি সহানুভূতি থেকে এই কারণেই আলাদা কারণ সেখানে একজন অন্যের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েও, একটি মানসিক দূরত্ব বজায় রাখে। সহমর্মিতার মাধ্যমে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার যে ক্ষমতা আমরা পেয়ে থাকি তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অপরকে সাহায্য করার জন্য আমাদেরকে এগিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা নিয়ে থাকে। সহমর্মিতা সাহায্যকারী আচরণকে প্রচার করে। আমরা যখন অন্য লোকেদের প্রতি সহমর্মিতা বোধ করি তখনই আমার অপরের প্রতি সহায়ক আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তেমনি অন্যান্য লোকেরাও যখন সহমর্মিতা অনুভব করে তখন আমাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

এখন প্রশ্ন হল নৈতিকতার ক্ষেত্রে বা নৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহমর্মিতার কি কোন ভূমিকা আছে? নৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহমর্মিতা-কে গুরুত্ব দেওয়া কি আদৌ যথোচিত হবে? নাকি এক্ষেত্রে সহমর্মিতাকে দূরে রাখাটাই শ্রেয়? পরবর্তী পর্যায়ে আমি এই বিষয়ে বিষদে আলোচনা করব।

২. নৈতিক গুণ হিসাবে সহমর্মিতা:

নৈতিকতা এবং আবেগের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে বহু শতাব্দী ধরে চিন্তাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। সমসাময়িক নৈতিক ব্যবস্থা গুলিতে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে আবেগকে বা বিশেষত সহমর্মিতাকে দূরে রাখার কথা বলা হয়। কারণ আবেগ নৈতিকভাবে সঠিক কাজটি করা থেকে আমাদের বিরত করতে পারে। মনোদার্শনিক Heidi L. Maibom এই মতের বিরধতা করেন। তিনি বলেন যে মানব মনের প্রকৃতি বোঝার জন্য সহমর্মিতা অপরিহার্য এবং অতন্ত্য প্রয়োজনীয় এবং আমরা আমাদের নৈতিক পরিকাঠামো কীভাবে ব্যবহার করব তার একটি নকশাও প্রদান করে।

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.26

সাধারণত বলা হয় যে সহমর্মিতা নৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ, অপরের প্রতি সহমর্মী না হতে পারা একটি নৈতিক ব্যর্থতা। তবে কেউ কেউ যুক্তি দেন সহমর্মিতার কোন নৈতিক গুরুত্ব নেই কারণ এটি অপরের মঙ্গলের জন্য না তো প্রয়োজনীয় আর না এটি যথেষ্ট। সহমর্মিতার নৈতিক তাৎপর্যের প্রধান চ্যালেঞ্জ এই যে, সহমর্মিতা অন্যের মঙ্গলের প্রতি পদক্ষেপ করার জন্য প্রয়োজনীয় বা যথেষ্ট নয়। কেউ কেউ দাবী করেন যে সহমর্মিতা যা অন্যের কষ্ট বা উদ্বেগের সাথে সম্পর্কিত সেটি অন্য ব্যক্তিদের দুঃখ বা ক্ষতির প্রতি উদাসীনতা বা এমনকি আনন্দের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও অন্যের মঙ্গলের প্রতি যত্ন নেওয়ার ব্যর্থতা কিছু ধরণের সহমর্মিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, যখন সহমর্মিতা তার সম্পূর্ণ আকারে থাকে তখন অপরের মৌলিক মঙ্গলসাধনের উদ্বেগের সাথে জড়িত সহমর্মিতার সাথে সেটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সহমর্মিতা তার সম্পূর্ণ আকারে জ্ঞানীয় এবং আবেগপূর্ণ উভয় মাত্রা অন্তর্ভুক্ত করে। যারা যুক্তি দেন যে সহমর্মিতা অপরের প্রতি উদ্বেগের জন্য অপর্যাপ্ত তারা সহমর্মিতার জ্ঞানীয় ধারণাকে অনুমান করে, সহমর্মিতার আবেগপূর্ণ উপাদানটিকে অবহেলা করে। যেমন আমরা অন্যের কষ্ট কল্পনা করতে পারি, তবুও তাকে উপেক্ষা করতে পারি। আমেরিকান মনোদার্শনিক Stocker মনোবিজ্ঞানের মতো পেশাগুলির উল্লেখ করেন অনেক ক্ষেত্রে একজন রোগীর থেকে মানসিক দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন যেখানে রোগীর সাথে সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল বোঝাপড়াও থাকতে পারে। অন্যের যন্ত্রণা কল্পনা করার জন্য শুধুমাত্র একটি জ্ঞানীয় অর্থে সহমর্মিতাকে গ্রহণ করে। অবশ্যই একজন অন্যের কষ্টের জন্য উদ্বেগ অনুভব না করেও জ্ঞানগতভাবে (cognitively) অন্যের কষ্ট কল্পনা করতে বা বুঝতে পারে। অপরের জন্য উদ্বেগ বোধ না করেই তার দুঃখের প্রতি আবেগপূর্ণভাবে সহমর্মী হতে পারে।

সহমর্মিতাকে একটি নৈতিক গুণ হিসাবে বিবেচনার বিপক্ষে তিনটি আপত্তি দেখা দিতে পারে– ১. নৈতিকতার জন্য সহমর্মিতা অপ্রয়োজনীয়, ২. নৈতিক আচরণকে বর্ধিত করতে সহমর্মিতার কোন কার্যকরী ভূমিকা নেই এবং ৩. একজন সহমর্মী ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক ভালোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া বা উপযুক্ত সময়ে সৎ কাজ করার প্রতি মনোনিবেশ করার মতো বৈশিষ্টের অভাব থাকতে পারে।

সহমর্মিতা একটি নৈতিক গুণ এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রথম প্রকার আপত্তি হল নৈতিকতার জন্যে সহমর্মিতার কোন প্রয়োজন নেই। আমেরিকান মনোদার্শনিক Nancy Snow বলেন যে সহমর্মিতা নৈতিকতার জন্য প্রয়োজনীয় কিনা এবিষয়ে সন্দেহ করার কারণ হিসাবে অটিস্টিক ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণভাবে কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে কেবলমাত্র অটিস্টিক ব্যক্তি নই বরং এমন হতেই পারে যে কোন একজন অন্যদের প্রতি সহমর্মী না হয়েও নৈতিক নিয়মগুলি মেনে চলতে সক্ষম। একজন ব্যক্তি যার মধ্যে অপরের প্রতি সহমর্মিতার উদ্বেগের অভাব আছে সেও এমন একটা জীবনযাপন করতে পারে যা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নৈতিক, বা ভাল ব্যক্তি বলা যায় না কারণ তার যথাযথ মানসিক প্রতিক্রিয়ার

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

অভাব আছে। যদিও তিনি অন্যদের সাথে সম্মানের সাথেই আচরণ করেন, কিন্তু তিনি তা তাদের প্রতি সহমর্মী হয়ে তাদের মঙ্গলের জন্য উদ্বেগ থেকে করেন না।

এখানে আপত্তি করা যেতে পারে যে কিছু অটিস্টিক ব্যক্তি যদি অন্যদের প্রতি সহমর্মিতা বোধ করতে অক্ষম হয়, তবে তাদের এই অক্ষমতার উপর নির্ভর করে তাদের নৈতিক আদর্শকে বিচার করা অন্যায্য এবং অর্থহীন। যদি কিছু ব্যক্তি অন্যদের জন্য সহমর্মিতার উদ্বেগ অনুভব করতে মনস্তাত্ত্বিকভাবে অক্ষম হয়, তবে এটি সত্য হতে পারে না যে তাদের এটি করা উচিত। সম্ভবত তখন আমাদের বলা উচিত যে অন্যদের জন্য সহমর্মিতার উদ্বেগ অনুভব করা তাদের জন্য সম্পূর্ণ নৈতিক ব্যক্তি হওয়ার একটি অপরিহার্য অংশ যারা অন্যদের জন্য সহমর্মিতার উদ্বেগ অনুভব করতে সক্ষম, যার মধ্যে বেশিরভাগ পরিণত মানুষ রয়েছেন।

সহমর্মিতা একটি নৈতিক গুণ এই ধারণার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তিটি হল সহমর্মিতা নৈতিক আচরণকে বৃদ্ধি করার জন্য কোন ভূমিকা রাখে না। আমেরিকান মনোদার্শনিক Jesse Prinz যুক্তি দেন যে নৈতিক আচরণের জন্য সহমর্মিতা কার্যকর নয়, কারণ একজন অপর কোন ব্যক্তির প্রতি সহমর্মী না হয়েও তাকে সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত নাও হতে পারে। উপরন্তু তিনি আরও যুক্তি দেন যে সহমর্মিতা নৈতিকতার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে কারণ সহমর্মিতা বিভিন্নভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। একইভাবে মনোদার্শনিক Hoffman এবং C. D. Batson সহমর্মিতার পক্ষপাতের সমস্যাকে উত্থাপন করেন। C.D. Batson যুক্তি দেন যে অপরকে সাহায্য করার প্রেরণার ক্ষেত্রে সহমর্মিতা সেই ব্যক্তির স্বার্থকে অপরের উপর চাপিয়ে এক অনৈতিক পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা ন্যায্যতা এবং ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে।

সহমর্মিতাকে Prinz এক ধরনের উদ্বেগজনক আবেগ হিসাবে ঝোঝেন। তার মতে সহমর্মিতা এমন এক অনুভূতি যা একজন অন্যের মানস অবস্থাকে অনুভব করতে গ্রহণ করে থাকে। এর প্রধান প্রয়োজনীয়তা হল মানসিক অভিসার। উদ্বেগজনক আবেগ অনুভূত বিষয়গুলির অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। এই সংবেদনশীল অভিসারণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা কল্পনার মাধ্যমে উভয় ভাবেই ঘটতে পারে। আমরা স্বয়ংক্রিয় সংবেদনশীলতার মাধ্যমে বা প্রচেষ্টামূলক কল্পনাপ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যের আবেগ বুঝতে পারি। ফলস্বরূপ, কল্পনা এবং স্বয়ংক্রিয়তা উভয়ই এমন বৈশিষ্ট্য যা সহমর্মিতার ক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে। সহমর্মিতা সম্পর্কে কথা বলার জন্য, প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যটি হল মানসিক অভিসার অর্থাৎ নিজেকে অন্যের জায়গা থেকে অনুভব করতে হবে।

অন্যদিকে, নৈতিক যোগ্যতার একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি Prinz-এর আলোচনাতে দেখা যায়, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিটি না স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর না সেটা ন্যায়সঙ্গত। তার মতে মৌলিক নৈতিক যোগ্যতা তৈরির ক্ষেত্রে সহমর্মিতা প্রয়োজনীয় নয়। সহমর্মিতা ছাড়াই নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করা, নৈতিকতা বিচার করা এবং নৈতিকভাবে কাজ করা যায়। অতএব, তার মতানুসারে নৈতিকতার এই তিনটি মাত্রা নৈতিক যোগ্যতাকে আবৃত করে; অন্যথায় বলতে হবে যে সহমর্মিতা

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.26

নৈতিকতার সেই মাত্রাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় নয়। এই পূর্ববর্তী পদগুলির প্রত্যেকটি দ্বারা তিনি যা বোঝাতে চান তা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং নৈতিক বিচারের উপর নির্ভর করে আছে। তার যুক্তির মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি যখন নৈতিক বিকাশের কথা বলেন তখন তিনি নৈতিক বিচার করার ক্ষমতা অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করেন; এবং যখন তিনি নৈতিক অনুপ্রেরণা সম্পর্কে কথা বলেন তখন তিনি কেবল নৈতিক বিচারের প্রেরণামূলক শক্তি নিয়ে আলোচনা করেন। Prinz-এর নৈতিকতার ধারণা নৈতিকভাবে বিচার করার ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে গঠিত, এটি মানুষের প্রেরণামূলক শক্তির দ্বারা অর্জিত। নৈতিকতার এই ধারণার মধ্য দিয়ে তিনি নৈতিক বিচার, নৈতিক বিকাশ এবং নৈতিক আচরণের জন্য সহমর্মিতার প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধাচরন করেন। তিনি দাবি করেন যে নৈতিক বিচারের জন্য সহমর্মিতারর প্রয়োজন নেই। নৈতিক বিচারে অনুপ্রেরণামূলক প্রভাব সহমর্মিতা থেকে আসে না বরং তা আসে আমাদের নৈতিক বিচারের মানসিক ভিত্তি থেকে।

Prinz-এর মতে, নৈতিকতার জন্য সহমর্মিতা কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয়, এটি ক্ষতিকারকও। সহানুভূতির কিছু নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। মূলত, এটিতে অনুপ্রেরণামূলক শক্তির অভাব রয়েছে এবং এটি অত্যন্ত নির্বাচনী হতে থাকে, ইন-গ্রুপ বায়াস (ingroup bias)[vi], প্রক্সিমিটি এফেক্ট (proximity effect)[vii] এবং স্যালিয়েন্স ইফেক্ট (salience effect)[viii] এটিকে প্রভাবিত করে। উপরন্তু, আমরা যাদের প্রতি সহানুভূতিশীল তাদের জন্য একটি অগ্রাধিকারমূলক আচরণ প্রকাশ করে এবং সহজেই ম্যানিপুলেট করা যায়। Prinz দাবী করেন যে সহমর্মিতার গুরুতর ত্রুটি রয়েছে এবং নৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের সতর্কতার সাথে সহমর্মিতা বিবেচনা করা উচিত।

Prinz সহমর্মিতার যে দুটি প্রধান সমালোচনা করেন তা হল এর প্রেরণামূলক শক্তির অভাব এবং পক্ষপাতের সম্ভাবনা। Prinz যে সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন তা প্রমাণ করে না যে সহানুভূতি নৈতিকতার জন্য অপ্রয়োজনীয়। সাধারণভাবে, একটি প্রক্রিয়ার অপূর্ণতা সেটির অপ্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে না।

মনোদার্শনিক Paul Bloom বলেন অনেকে বিশ্বাস করেন যে সহমর্মিতা অন্যদের অনুভূতি, এবং বিশেষ করে অন্যদের কষ্ট অনুভব করার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু তাঁর মতে এটি একটি ভুল ধারণা এবং এমন ধারণা করাকে তিনি দুঃখজনক ঘটনা বলেন। তার মতে সহমর্মিতা একটি স্পটলাইটের মতো কাজ করে, এবং একজন ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে। এটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, তবে এটি আমাদের একটি অদূরদর্শী এবং অন্যায্য নৈতিক কর্মের দিকে পরিচালিত করতে পারে। এটি পক্ষপাতের সাপেক্ষে ক্রিয়া করে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সহমর্মিতা সবচেয়ে বেশি তাদের জন্য প্রবাহিত হয় যারা আমাদের মতো দেখতে, যারা আকর্ষণীয় এবং যারা পরিচিত। আমাদের কাদের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত সেটি কারো ত্বকের রঙ নির্ধারণ করে না। একজন ভালো নীতিনির্ধারক যুক্তি ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেন, সহমর্মিতা আমাদেরকে ন্যায্যতা এবং নিরপেক্ষতা প্রদান করে না।

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.26

কাদের প্রতি আমরা সহমর্মিতা দেখাবো তা আমরা বেছে নিতে পারি। কিন্তু এই নমনীয়তা একটি অভিশাপ হতে পারে আমাদের সহমর্মিতা অন্যদের দ্বারা শোষিত হতে পারে। যেমন রাজনীতিবিদরা প্রায়শই ধর্ষণ বা হামলার শিকারদের গল্প বলে এবং তাদের প্রতি আমাদের সহমর্মিতাকে ব্যবহার করে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগিয়ে তোলে।

যারা সেবামূলক পেশায় যুক্ত আছেন, তাদের জন্য করুণা এবং বোঝাপড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সহমর্মিতা নয়। রোগীর চিকিৎসা করার সময় কোনও ভাল থেরাপিস্ট উদ্বেগে ভীত হন না। একজন ভালো মানুষ হওয়ার জন্য যুক্তিবাদই যথেষ্ট নয়; আমাদের কিছু অনুপ্রেরণাও দরকার। আর করুণা এটি বেশ সুন্দরভাবে করে। সহমর্মিতা এবং করুণা স্বতন্ত্র। জীবনের অনেক গভীর আনন্দ, যেমন উপন্যাস, চলচ্চিত্র উপভোগ করার জন্য সহমর্মিতা সংযোগ প্রয়োজন, সেখানে সহমর্মিতার একটা জায়গা আছে। কিন্তু যখন ভালো মানুষ হওয়ার কথা আসে, তখন তার জন্য অন্য আরও ভালো বিকল্প আছে।

অনেকেই যখন সহমর্মিতা সম্পর্কে কথা বলেন, তখন তারা খুব আলাদা কিছু মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া—যেমন অনুভূতি, বোঝাপড়া এবং অনুপ্রেরণাগুলিকে একত্রিত করে ফেলে। Bloom বিশ্বাস করেন সহমর্মিতা এবং করুণার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। সহমর্মিতা হল অন্যরা যা অনুভব করছে তা অনুভব করা। এটি একটি সংকীর্ণ, আবেগগতভাবে পরিচালিত অভিজ্ঞতা যা পক্ষপাতদুষ্ট ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের পরিচালিত করে। অপরদিকে করুণা অপরের আবেগ বোঝার জন্য, অপরকে সাহায্য করার জন্য অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে তিনি আবেগের প্রভাবকে স্বীকার করেন। কথাসাহিত্যের উপভোগের কেন্দ্রে থাকে সহমর্মিতা, তবে এর গুরুতর ত্রুটি রয়েছে, যেমন পক্ষপাত এবং সংকীর্ণতা, যা একজন ভাল মানুষ হওয়ার জন্য একটি দুর্বল নির্দেশিকা হিসাবে তুলে ধরে। Bloom স্বীকার করেন যে যুক্তি বিবেচনার ক্ষেত্রে মানুষ সবসময় সঠিক সিদ্ধান্ত নাও নিতে পারে। কিন্তু সমাধান আমাদের হৃদয়ের কথা শোনা বা আমাদের পক্ষপাতিত্ব এবং কুসংস্কারের প্রতি আচ্ছন্ন হওয়া নয়। বরং অন্যান্য লোকেদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে যুক্তিই হল সবথেকে ভালো বিকল্প।

সহমর্মিতা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে তাও সহমর্মিতার নৈতিক তাৎপর্য নিয়ে সন্দেহ করার কারণ নেই। কেবলমাত্র সহমর্মিতা নয়, যেকোন নৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ আবেগ পরিচিতদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। সহমর্মিতার পক্ষপাত কাটিয়ে ওঠার উপায় রয়েছে। সহমর্মিতার উদ্বেগকে ধরে রাখা একটি গুণ, যা অন্যের প্রতি আমাদের কীভাবে আচরণ করা উচিত তার একটি নৈতিক আদর্শ নির্ধারণ করে। এই আদর্শের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি সকল মানুষ বা সমস্ত সংবেদনশীল প্রাণীর মৌলিক স্বার্থের জন্য আমাদের সমান বা উল্লেখযোগ্য উদ্বেগ অনুভব করা উচিত। এটি আরও নির্দিষ্ট করে যে অনেকের জন্য আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে গিয়ে বিশেষ কিছু মানুষের প্রতি আমাদের উদ্বেগকে অবহেলা করা উচিত

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.26

নয় যাতে আমরা অনেকের উপকারের জন্য কয়েকজনের মৌলিক স্বার্থ লঙ্ঘন করতে বাধ্য বোধ করি। যখন সহানুভূতি একজনকে অন্যের স্বার্থের পক্ষে এমনভাবে পরিচালিত করে যা ন্যায্যতা বা ন্যায়বিচারের নীতিগুলি লঙ্ঘন করে, তখন এমন হতে পারে যে কেউ অন্যায়ের প্রতি বা অন্যায়ভাবে আচরণ করছে এমন ব্যক্তিদের চাহিদার প্রতি সঠিকভাবে সহানুভূতি জানাতে ব্যর্থ হয়েছে।

Bloom-এর আপত্তির বিপক্ষে মনোদার্শনিক Jamil Zaki যুক্তি দেন যে, Bloom যথাযথভাবে সহমর্মিতা-এর উপর নির্ভর করার বিপদগুলি নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তিনি এর সমস্যাগুলিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন এবং সহমর্মিতার গুরুত্বকে কমিয়ে দেন। তার মতে Bloom সহমর্মিতার স্ট্র সংস্করণের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। একজন বিপর্যস্ত বন্ধুর মুখোমুখি হলে, কেউ তার অনুভূতিগুলি ভাগ করে নিতে পারে, বুঝতে পারে যে এই অনুভূতিগুলি কোথা থেকে এসেছে এবং সে যাতে ওই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তার প্রয়াস করতে চায়। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা সহমর্মিতার টুকরো, কিন্তু Bloom শুধুমাত্র আবেগ ভাগ করার উপাদান অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সহমর্মিতার সংজ্ঞাটিকে সংকীর্ণ করেছেন।

Bloom আবেগকে অযৌক্তিক হিসাবে বর্ণনা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রাচীন, গ্রীক ধারণাতেও দেখা যায়, যে মানুষকে যুক্তির মাধ্যমে তাদের আবেগকে বশ করতে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লোকেরা তাদের অনুভূতির বিরুদ্ধে নয়, বরং তাদের প্রয়োজন অনুসারে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। এটি ঠিক যে সহমর্মিতা একটি সংবেদনশীল স্পটলাইট, কিন্তু লোকেরা তাদের উপযোগ অনুযায়ী এই স্পটলাইটটি নির্দেশ করার ক্ষমতা রাখে। Zaki তাঁর নিজের গবেষণায় দেখান যে যখন লোকেরা বিশ্বাস করে যে সহমর্মিতা তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তখন তারা এটিতে আরও কঠোর চেষ্টা করার জন্য অনুপ্রাণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, নৈতিকভাবে বা রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন ব্যক্তিদের আবেগের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্র।

নৈতিকতাকে নির্দেশিত করার জন্য বিশুদ্ধ যুক্তিকে ধারণ করা নির্বোধের কাজ। এমনকি যখন লোকেরা উদ্দেশ্যমূলক হওয়ার চেষ্টা করে, তারা প্রায়শই নিশ্চিত করে যে তারা কী বিশ্বাস করতে চায়। যারা সহমর্মিতা বেছে নেয় তারা আরও বৃহত্তর, সমৃদ্ধ মানসিক জীবন যাপন করে। এবং এটি তার চারপাশে থাকা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এমনকি একজন ব্যক্তির প্রতিও যত্নশীল হতে সাহায্য করে, কারণ সহমর্মিতা একজন ব্যক্তির প্রতি, বৃহত্তর গোষ্ঠীর প্রতি মানুষকে ভাবিয়ে তুলতে পারে। অনেক আমেরিকান ১৮৫২ সালের আগে দাসপ্রথার বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু "আঙ্কেল টমস কেবিন" এর ভয়াবহতার উপর আলোকপাত করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দাসপ্রথা বিলোপের আন্দোলন সংঘটিত করার জন্য একটি নতুন প্রেরণার জন্ম দিয়েছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, সহমর্মিতা নৈতিক নীতিগুলিকে উজ্জীবিত করে, তাদের জরুরী করে তোলে। মানুষের মনস্তত্ত্বের কোন অংশই সর্বদা ভাল বা খারাপ নয় এবং সহমর্মিতার পক্ষে বা বিপক্ষে তর্ক করা স্মৃতি বা মনোযোগের বিরুদ্ধে তর্ক করার চেয়ে বেশি অর্থবোধকও নয়। আমাদের উচিত হবে সঠিক অনুভূতির সাথে

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.26

সহমর্মিতাকে সারিবদ্ধ করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা। নৈতিক প্রজ্ঞার জন্য আবেগের শক্তি এবং নীতির নির্ভুলতাকে বিভক্ত না করে তাদের একত্রিত করা প্রয়োজন।

অনুভূতি, বোঝাপড়া এবং অনুপ্রেরণাগুলিকে একত্রিত করা বাস্তবসম্মত, কারণ সহানুভূতি মানে একাধিক বিষয়। এর মধ্যে শেয়ার করা, চিন্তা করা এবং অন্যদের অভ্যন্তরীণ জীবনের প্রতি যত্ন নেওয়াও অন্তর্ভুক্ত। দার্শনিক এই "টুকরো" সহমর্মিতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন, কারণ তারা মস্তিষ্কের বিভিন্ন সিস্টেমকে সক্রিয় করে। কিন্তু দুটি জিনিস আলাদা করা যায় তার মানে এই নয় যে তারা সবসময় বা এমনকি সাধারণত সুন্দরভাবে বিভক্ত থাকে। আবেগের আদান-প্রদান এবং চিন্তাভাবনা উভয়ের সাথে জড়িত মস্তিষ্কের তন্ত্র মানুষকে বুঝতে সাহায্য করে যে অন্যরা কী অনুভব করে। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় একজনের "করুণা" বোঝার সবচেয়ে পরিক্ষিত এবং সত্য উপায় হল "জ্ঞানীয় সহমর্মিতা", অর্থাৎ অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা।

Zaki এই বিষয়ে একমত যে করুণার শক্তি রয়েছে এবং আবেগীয় সহমর্মিতার দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু একটি ভাল মানুষ হওয়ার জন্য এটি একটি খারাপ পথ প্রদর্শক নয়। Bloom-এর কাছে এটি একটি গলদ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই আবেগগুলিকে বিভক্ত করা খুব সরল। আবেগ এবং যুক্তিও একে অপরের সাথে জড়িত। শক্তিশালী আবেগগুলি একটি মনস্তাত্ত্বিক সতর্ক সংকেতের (Alarm signal) মতো কাজ করতে পারে। সর্বোত্তম ক্ষেত্রে, আবেগগুলি আমাদেরকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করতে বাধ্য করে, আমাদের আরও ভাল যুক্তি দিতে সহায়তা করে। যদিও কেবলমাত্র সহমর্মিতা আমাদের ভাল মানুষ করে তোলে না, তবে তারা আমাদের নৈতিক জীবনের মূল উপাদান।

৩. সহমর্মিতা: গুণ অথবা দক্ষতা:

আবার এমন আপত্তিও উঠতে পারে যে সহমর্মিতাকে আদৌ একটি গুণ বলা যায় কিনা, কারণ একটি সদগুণের আরও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সহমর্মিতার নেই। সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে মনোদার্শনিক Heather Battaly যুক্তি দিয়েছেন যে গুণ হিসাবে বিবেচনা করার জন্য সহমর্মিতার অনেক বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে। Battaly প্রথমে সহমর্মিতার বিভিন্ন ধারণার মধ্যে পার্থক্য করে। তিনি যুক্তি দেন যে গুণ (virtue) হতে হলে সহমর্মিতার ক্ষেত্রে কিছু ঐচ্ছিক উপাদান (voluntary component) থাকতে হবে, কারণ গুণাবলী এমন বৈশিষ্ট্য যার উপর আমাদের অবশ্যই কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আমরা লোকেদের সৎ বা খারাপ আচরণের জন্য তাদের প্রশংসা বা দোষারোপ করি; এবং এর থেকে এটাই বোধগম্য হয় যে তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য তখনি আমরা তাদেরকে দায়ী করতে পারি যদি ওই ক্রিয়াকলাপের উপর তাদের নিয়ন্ত্রন থাকে। এটি সত্য বলে ধরে নিলে, সহমর্মিতার ধারণাকে গুণ বলে বিবেচনা করা যাবে না, কারণ সহমর্মিতার ধারণাকে স্বয়ংক্রিয় এবং অনৈচ্ছিক (automatic and involuntary) কিছু হিসাবে চিত্রিত করা হয়। Battaly বলেন যে সহমর্মিতার একটি ধারণা যার মধ্যে ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণ থাকতে

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.26

পারে তা হল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ (perspective-taking) হিসাবে সহমর্মিতা।

এখন প্রশ্ন, দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ (perspective-taking)-কে কি তাহলে গুণ বলা যাবে? Battaly যুক্তি দেন যে তা বলা যাবে না। তার যুক্তিটি বুঝতে হলে প্রাথমিকভাবে গুণাবলী (virtues) এবং দক্ষতার (skills) মধ্যে পার্থক্য বোঝা দরকার। গুণাবলী এবং দক্ষতা একে অপরের থেকে একাধিক দিক থেকে পৃথক। এখানে দুটি পার্থক্যের উপর ফোকাস করা যেতে পারে। প্রথমত, গুণাবলী হল স্বভাব যেখানে দক্ষতা হল ক্ষমতা। স্বভাব হিসাবে, গুণাবলী নির্দেশ করে যে কেউ নির্দিষ্ট কোন পরিস্থিতিতে কী ধরণের আচরণ করবে। অন্য দিকে, দক্ষতা নির্দেশ করে যে একজন কী করতে সক্ষম। স্বভাব এবং ক্ষমতার মধ্যে এই পার্থক্যটি স্পষ্ট হয় যখন আমরা একটি গুণ বা দক্ষতা সম্পাদনের পূর্ববর্তী সুযোগ (foregone opportunities) হিসাবে বিবেচনা করি। একজন শিল্পী কোন একজনের প্রতিকৃতি আঁকার সুযোগ এড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু তবুও সে ওই ক্ষমতা রাখে। গুণাবলী এবং দক্ষতার মধ্যে একটি দ্বিতীয় পার্থক্য একজনের কর্মের অনুপ্রেরণা নিয়ে। একজন পুণ্যবান ব্যক্তি সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য অনুপ্রাণিত হয় কারণ সেই কর্মগুলো নৈতিকভাবে ভালো, তার নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। গুণী ব্যক্তি নৈতিক ভালোর দিকে লক্ষ্য রাখে। যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে উদ্ধার করে শুধুমাত্র এই কারণে যে সে একটি অর্থ পুরষ্কার চায় সে প্রকৃতপক্ষে পরোপকারী নয়। পরোপকারী ব্যক্তি অন্যদের প্রয়োজনে সাহায্য করেন কারণ এটি করা নৈতিকভাবে ভাল। অপরদিকে, দক্ষ লোকেদের নৈতিক ভালোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার দরকার নেই, তারা তাদের দক্ষতাগুলি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে (যেমন অর্থ) দেখাতে পারে যা এমনকি নৈতিকভাবে খারাপ পরিণতির জন্যও করতে পারে। একজন দক্ষ শার্পশুটার তার শ্যুটিং দক্ষতা ব্যবহার করে মানুষ হত্যা করতে পারে।

সহমর্মিতা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ (perspective-taking) হিসাবে একটি গুণ বা দক্ষতা? Battaly-এর মতে, সহমর্মিতা একটি দক্ষতা, গুণ নয়। প্রথমত যদি কোন একজন ব্যক্তি কল্পনাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের অনুকূল সুযোগ-সুবিধা থাকলেও তা অগ্রাহ্য করেন তবে কি বলা যায় যে তিনি একজন ভাল কল্পনাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণকারী নন বা তার মধ্যে সহমর্মিতার অভাব রয়েছে? না আমরা তা বলতে পারি না। Battaly একজন ভালো থেরাপিস্টকে কল্পনা করেন যিনি অপরের দৃষ্টিকোণ গ্রহণে নির্ভরযোগ্য, কোন একদিন তিনি এতটাই উদাস থাকতে পারেন যে তার ক্লায়েন্টের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে সুযোগগুলিক এড়িয়ে যান। কিন্তু এটা বলা যায় না যে থেরাপিস্ট তার কল্পনাশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি যুক্তি দেন, সহমর্মিতা একটি গুণ নয় কারণ সহমর্মিতা নৈতিক ভালোর দিকে লক্ষ্য রাখে না; কেউ অপরের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে ভাল হতে পারে তবে নৈতিকভাবে খারাপ কাজের জন্য এটি ব্যবহার করতে পারে, যেমন অন্যদেরকে প্রতারণা করা।

Battaly-এর যুক্তির কিছু পয়েন্ট সঠিক। প্রথমত, গুণাবলী হল এমন জিনিস যা আমাদের ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। দ্বিতীয়ত, গুণাবলী অবশ্যই এমন স্বভাব হতে হবে যা কেবল ইঙ্গিত করেনা যে

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.26

আমরা কী করতে পারি বরং এটাও নির্দিষ্ট করে কোন পরিস্থিতিতে আমরা কী করব। তবে এটা মনে করা ভুল যে সহমর্মিতাতে গুণাবলীর এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকতে পারে না, বিশেষ করে যদি আমরা অন্যের দুঃখকষ্ট বা সুস্থতার উদ্বেগের প্রতি সহমর্মিতার ভূমিকার দিকে মনোনিবেশ করি। কোন ব্যক্তি অন্যের মঙ্গলের জন্য উদ্বেগ অনুভব করার উপযুক্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি তা করতে ব্যর্থ হন তবে তিনি প্রাসঙ্গিক অর্থে একজন সহমর্মী ব্যক্তি নন। অর্থাৎ, এই ব্যক্তি অন্যের মঙ্গলের জন্য উদ্বেগ অনুভব করেন না, যখন সেটিই করা উচিত। যেমন, একজন খুনি যে তার শিকারের সুস্থতার জন্য সহমর্মিতার সাথে উদ্বেগ অনুভব করতে ব্যর্থ হয়। তাই, সহমর্মিতার উদ্বেগকে একটি গুণ বলে বিবেচনা করার এটি একটি কারণ। উপরন্তু, একজন ব্যক্তি যিনি অন্যের মঙ্গলের জন্য উদ্বেগ বোধ করার অর্থে সহমর্মী তিনি অবশ্যই নৈতিক ভালোর দিকে লক্ষ্য রাখেন। তিনি অন্যদের সাহায্য করতে বা তাদের ক্ষতি না করার জন্য অনুপ্রাণিত হন কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে এটি স্বতঃই ভালো (good in itself)। তিনি অন্যদেরকে শুধুমাত্র পুরষ্কার বা খ্যাতির মতো বা কোন উদ্দেশ্যে সাহায্য করতে চান না। অন্যদের মঙ্গলের প্রতি উদ্বেগ সহমর্মিতাকে একটি গুণ মনে করার জন্য এটি আরো একটি কারণ।

সহমর্মিতার সমর্থনে এই বিষয়ে জোর দেওয়া উচিত যে গুণ রূপে মান্যতা পেতে সহমর্মিতাকে সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় বা অনৈচ্ছিক প্রক্রিয়া হওয়ার প্রয়োজন নেই। এমন অনেকগুলি কাজ আছে যা আমরা স্বেচ্ছায় সম্পাদন করতে পারি যা অন্যের মঙ্গল সম্পর্কে উদ্বেগ অনুভব করার জন্য সহায়ক। সহমর্মিতাকে জটিল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ (complex perspective-taking) হিসাবে দেখার প্রয়োজন নেই এবং এটি আরও সাধারণভাবে ঘটতে পারে যখন আমরা অন্যের আচরণে আবেগপূর্ণ সংকেতগুলি পর্যবেক্ষণ করি। আমাদের সহমর্মিতার উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আছে। বিশেষ করে অন্যের আচরণ এবং ভাষার অনুভূতিপূর্ণ ইঙ্গিতগুলির প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। অন্যান্য মানুষের প্রতি এবং সংবেদনশীল প্রাণীদের প্রতি উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের সহমর্মিতা প্রযোজ্য। কিছু লোক প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা প্রাণীদেরকে তাদের মতো আবেগপ্রবণভাবে অনুভব করতে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু, কেউ অন্যদের (মানুষ এবং প্রাণীদের) সাথে আরও ভালভাবে সহমর্মী বোধ করতে পারে যদি সে অন্যদেরকে নিজের মতো করে দেখে অর্থাৎ, অন্যদের দুঃখকষ্ট এবং তাদের মঙ্গলের জন্য তাদের উদ্বেগগুলি নিজের কষ্ট বা উদ্বেগের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রাসঙ্গিক মনে করে। আমাদের কার প্রতি সহমর্মী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আরও যুক্তিসম্মতভাবে বিবেচনা করা উচিত। অন্যের মঙ্গল সাধনের জন্য অপরের উদ্বেগের প্রতি অনুভূতি না থাকা খারাপ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একজন ব্যক্তি যার অন্যদের জন্য উদ্বেগের ঘাটতি রয়েছে তার মধ্যে অহং বোধের সীমার (ego boundaries) খুবই কঠোর। তিনি নিজেকে নৈতিকভাবে অন্যদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে দেখেন। একজনের অহং বোধের সীমা নমনীয় হওয়ার জন্য সহমর্মিতা প্রয়োজন হয়। আমাদেরকে অবশ্যই নিজেকে অন্যের সাথে সংযুক্ত, সম্পর্কিত বা অনুরূপ হিসাবে দেখতে ইচ্ছুক হতে হবে, সম্পূর্ণ বিছিন্ন বা

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.26

ভিন্ন হিসাবে নয়।

উপসংহার:

সহমর্মিতার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি না যে নৈতিকতার জন্য সহমর্মিতা প্রয়োজনীয় নয়। নৈতিক বিচার করার জন্য সহমর্মিতার প্রয়োজন আছে, এর একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ভূমিকা রয়েছে। সহমর্মিতা আমাদেরকে সূক্ষ্ম নৈতিকতার সাথে পরিচালনা করতে সাহায্য করে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের ঠিক কি করা উচিত তা বুঝতে সাহায্য করে। নৈতিক বিচার করার জন্য অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা অপরিহার্য। নৈতিকভাবে কাজ করার জন্য আমাদের কেবল আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নয়, অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গিও বিবেচনা করতে হবে। কীভাবে নৈতিকভাবে বিচার করতে হয়, অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করতে এবং নৈতিক বিচার করার দক্ষতা অর্জনেও সহমর্মিতার প্রয়োজন। সহমর্মিতা ব্যতীত কেউ একজন কিছু নিয়ম শিখতে পারে এবং তা প্রয়োগের মাধ্যমে নৈতিকভাবে বিচার করতে পারে। তথাপি যখন সে একটি নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তখন তাকে কি করতে হবে সেই বিষয়ে সে অজ্ঞাত থাকে। এই কারণেই রোবটের গবেষকরা বর্তমানে 'empathic robot'[ix] রোবটের দিকে মনোনিবেশ করছেন। নৈতিক বিকাশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এবং নৈতিক বিচারে সহমর্মিতার জ্ঞানতাত্ত্বিক ভূমিকার সাথে সঙ্গতি রেখে বলা যায় নৈতিক শিক্ষার জন্য সহমর্মিতা-এর মাধ্যমে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজন আছে।

সহমর্মিতা নৈতিক বিকাশ, নৈতিকভাবে বিচার করার দক্ষতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে হয় তা শেখা এবং নির্দেশমূলক (normativity) অনুভূতি অর্জন করাও বোঝায়। এই ক্ষেত্রে সহমর্মিতা-এর একটি ভূমিকা আছে। সহমর্মিতা আমাদের অন্যদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে এবং তাদের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগাযোগ করতে সহায়তা করে। সাহায্যের প্রয়োজন আছে এমন লোকেদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সহমর্মিতা একটি সতর্ক সংকেত হিসাবে কাজ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানীয় এবং আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখাতে সাহায্য করে। সহমর্মিতা আমাদের কী করা উচিত সে সম্পর্কে নির্দেশমূলক ধারনা রাখতে সাহায্য করে, যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়ে থাকে।

নৈতিক অনুপ্রেরণার জন্য সহমর্মিতার প্রয়োজনীয়তা আছে কারণ সহমর্মিতা অপরকে সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত করে। নৈতিক বিচারের জন্য আবেগপ্রবণ হওয়া বা আমাদের অন্যদের সাথে সংযোগ করার জন্য একটি প্রক্রিয়া দরকার। সহমর্মিতা অন্যান্য অনুভূতিমূলক ঘটনার সাথেই এই কাজটি করে। তাই সহমর্মিতা শুধুমাত্র আমাদের সঠিক কাজটি করতেই সাহায্য করে এমন নয়, এটি আমাদের অন্যদের সাথে সংযুক্ত করে নৈতিকতার বাধ্যতামূলক শক্তি অনুভব করতেও সাহায্য করে।

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.26

References

- Andrews, K. *"Do Apes Read Minds? Towards a New Folk Psychology"*, Cambridge, MA: MIT Press, 2012.
- Batson, C. D. *"Altruism in humans"*, New York, Oxford, 2011.
- Batson, C. D. *"These things called empathy",* In: J. Decety and W. Ickes (eds), The Social Neuroscience of Empathy. Cambridge, MA: MIT Press, (in press), 2008.
- Battaly, H. *"Is empathy a virtue?",* In: Coplan A, Goldie P (eds) Empathy: philosophical and psychological perspectives. Oxford, New York, 2011. pp 277–301
- Bloom, Paul. *Against Empathy: The Case for Rational Compassion.* HarperCollins Publishers, 2016.
- Botterill, G. and Carruthers, P. "*The Philosophy of Psychology*", Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
- Churchland, P. M. 'Scientific Realism and the Plasticity of Mind', Cambridge University Presss, Cambridge, 1979.
- Davies, Martin and Stone, Tony. 'Folk Phychology and Mental Simulation', Anthony O' Hear, edited Contemporary Issues In The Philosophy of Mind, Royal Institute of Philosophy, Supplement. Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- Davies, Martin and Stone, Tony. 'Simulation Theory'. Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, 2000.
- Goldie, P. The emotions. Oxford, New York, 2000.
- Hoffman, M. L. Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Feeling for Others: Empathy, Sympathy, and Morality. Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 52 (5):483-499, 2009.Masto, Meghan. Empathy and Its Role in Morality. Southern Journal

- of Philosophy, 2015.
- Prinz, Jesse, “Against Empathy.” The Southern Journal of Philosophy, 2011. 49: 214–233. CrossRefGoogle Scholar
- Prinz, Jesse 2011b, “Is Empathy Necessary for Morality?” In Coplan, Amy and Goldie, Peter (Eds.), Empathy: Philosophical and Psychological Perspectives. Oxford: Oxford University Press, 2011.CrossRefGoogle Scholar
- Snow, Nancy. “Empathy”. American Philosophical Quarterly, 2000.
- Stocker, M. Valuing emotions. Cambridge, New York, 1996.
- Stocker, M. The schizophrenia of modern ethical theories. In: Crisp R, Slote M (eds) Virtue ethics. Oxford, New York, 1997.
- Zaki, Jamil. The War for Kindness: Building Empathy in a Fractured World. Penguin Random House, New York, 2019.

---

[i] To know someone, you should put yourself in their shoes.

[ii] The Anterior Cingulate Cortex is a brain region involved in integrating cognitive and emotional information, crucial for functions like conflict monitoring, error detection, decision-making, and self-control.

[iii] Anterior Insular is a part of the brain located deep within the lateral sulcus (Sylvian fissure) that plays a crucial role in integrating bodily states with emotional and cognitive awareness.

[iv] Empathy fatigue is the emotional and mental exhaustion that comes from consistently caring for others who are in distress. When you engage empathetically, you don’t just understand another person’s emotions; you feel them. Over time, this continuous emotional involvement can result in feeling numb, overwhelmed, or completely detached. You may begin to notice you’re no longer able to “care” the way you once did.

[v] Lama, Dalai and Cutler, H. C. The Art of Happiness. Easton Press,1999.

[vi] Ingroup bias, also known as ingroup favoritism, is the cognitive bias to favor members of one's own social group over members of other groups.

[vii] Proximity effect describes the phenomenon where individuals tend to form relationships, friendships, and attraction with people they encounter more frequently due to physical or functional closeness.

[viii] The salience effect (or salience bias) is the cognitive phenomenon where people disproportionately focus on information that is prominent, vivid, or emotionally

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.26

striking, leading them to neglect less noticeable but potentially equally important details.

[ix] Empathic robot is the development of artificial intelligence that can simulate an understanding of real human emotion. Importantly, empathetic AI is designed to respond in ways that are considerate, supportive, and relevant. It goes beyond typical AI functions—capabilities like task automation and data processing—to incorporate elements of emotional intelligence and create interactions that feel human-centric.

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore